দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 0.9.OCT 1992

পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

24

প্রাইভেট মহিলা মেডিকেল কলেজের উদ্বোধন

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করিতে হইবে ......প্রধানমন্ত্রী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (বৃহস্পতিবার) দি মেডিক্যাল এণ্ড হেলথ ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের উদ্যোগে উত্তরা মডেল টাউনে প্রতিষ্ঠিত মহিলা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধান-

(শেষ পৃঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পৃঃ পর)

মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলিয়াছেন, দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে অবহেলিত রাখিয়া কোন অর্থবহ উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই বর্তমান সরকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মহিলাদের সম্পৃক্ত করার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। মেডিক্যাল এণ্ড হেলথ ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ, কিউ, এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার, স্বাস্থ্য উপমন্ত্রী সিরাজুল হক, সংসদ সদস্য এম, কামরুল ইসলাম, ট্রাষ্টের নির্বাহী চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম, আর, খান, সেক্রেটারী ও মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক এম, মুজিবুল হক ও ট্রেজারার অধ্যাপিকা সুরাইয়া জাবিন বক্তব্য রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে বেসরকারী মহিলা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়া বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান, নারী সমাজের কল্যাণ সাধন ও দেশের উন্নয়নে সরকারী উদ্যোগের পরিপূরক হিসাবে বেসরকারী উদ্যোগের নীতিরই প্রতিফলন ঘটিয়াছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের নীতি হইতেছে, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদনক্ষম জাতি গঠন। তাই দারিদ্র্য বিমোচন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রসার ও নারী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। নারীদের কর্মসংস্থান ও বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীণ বিত্তহীন মহিলাদের কর্মশক্তিকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রবাহিত করা হইতেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবকিছুর জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা একটি স্বাধীনদেশের মানসিকতা হইতে পারে না। আমরা একটি আত্মমর্যাদাশালী জাতি, এই পরিচয় তখনই সার্থক হইবে যখন অবস্থান নির্বিশেষে সবাই নিজ নিজ ভূমিকা পালন করিতে সক্ষম হইবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ব্যক্তি ও বেসরকারী উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। কারণ সীমিত সম্পদ নিয়া সরকারের একার পক্ষে রাতারাতি সবকিছু করা সম্ভব নয়। মেডিক্যাল এণ্ড হেলথ ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট এই ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। তিনি মহিলা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন নূতন স্থাপিত মহিলা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল দেশের স্বাস্থ্য শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হইবে।

ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন, 'প্রাকটিস অব মেডিসিন ইজ নট এ অকুপেশন, ইট ইজ এ মিশন' এই কথাটি মহিলা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীদের শিক্ষা দিতে হইবে। তিনি মহিলা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান।

স্বাস্থ্য উপমন্ত্রী বলেন, দেশে পৃথক মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা নারী শিক্ষায় বর্তমান সরকারের উৎসাহ দানেরই প্রতিফলন।

এম, কামরুল ইসলাম বলেন, উত্তরা মডেল টাউনে মহিলা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উত্তরাবাসীর দীর্ঘদিনের আকাংখার প্রতিফলন ঘটিয়াছে। তিনি সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

অধ্যাপক এম, আর খান বলেন, দেশে পর্যাপ্ত দক্ষ মহিলা চিকিৎসক তৈরীতে প্রতিষ্ঠানটি ভূমিকা রাখিবে।

অধ্যাপিকা সুরাইয়া জাবিন বলেন, শুধু প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিষয়ে নয়, সাধারণ চিকিৎসায়ও মহিলা ডাক্তারের প্রয়োজন।

অধ্যাপক মুজিবুল হক বলেন,

(৭ম পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(শেষ পৃঃ পর)

এই মহিলা মেডিক্যাল কলেজে শুধু দেশের মহিলারা সুযোগ পাইবে না, মুসলিম দেশসমূহের ছাত্রীদের জন্যও সুযোগ সৃষ্টি হইবে।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নে আন্তরিক। তিনি শহীদ জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে ১৯৭৮ সাল হইতে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত সময়ে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়নের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, বর্তমান সরকার সেই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখিয়াছে। তিনি বলেন, দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মহিলা অক্ষরজ্ঞান ও স্বাস্থ্যজ্ঞান বিবর্জিত। চিকিৎসকদের রোগ প্রতিরোধমূলক মনোবৃত্তি নিয়া সেবা করিতে হইবে।

ঢাকার উত্তরা মডেল টাউনে অবস্থিত দেশের প্রথম মহিলা মেডিক্যাল কলেজে এ পর্যন্ত ২৫ জন ছাত্রী ভর্তি হইয়াছে। এ মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত ভর্তির শেষ সময়সীমা ধার্য করা হইয়াছে। মহিলা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ এ,এম মুজিবুল হক জানান, এস, এস, সি ও এইচএসসিতে ন্যূনতম ১২ শত নম্বর প্রাপ্ত ১৯৭ জন ছাত্রী ভর্তির জন্য আবেদন করে। ছাত্রীদের ২ শত মার্কের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় মেধার ভিত্তিতে ৫০ জনকে ভর্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়। তিনি জানান, এই প্রতিষ্ঠানটি একটি অলাভজনক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের বিপুল ব্যয় নির্বাহ করার অংশ হিসাবে ছাত্রীদের নিকট হইতে ৫০ হাজার টাকার ফেরতযোগ্য জামানত, দেড় লক্ষ টাকার নির্মাণ ব্যয় ও বাৎসরিক ২৪ হাজার টাকা বেতন বাবদ গ্রহণ করা হইবে।